দৈনিক ইনকিলাব

107 তারিখ 07 FEB 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

উপজেলা পরিক্রমা

জীবননগর

কুষ্টিয়া, ৬ ফেব্রুয়ারী (সংবাদদাতা)।— জীবন নগর উপজেলা বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত। ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ উপজেলা উল্লেখযোগ্য এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু কৃষি, শিক্ষা, যোগাযোগ সবদিক দিয়েই বর্তমানে জীবন নগর একটি অবহেলিত জনপদ।

পশ্চিম বঙ্গ (ভারত) সীমান্তবর্তী এ উপজেলার আয়তন ৭৮ বর্গমাইল। এ উপজেলায় ৪টি ইউনিয়নের ৮২টি গ্রামে ৯৮ হাজার ৬শ' ৯৬ জন লোক বাস করে।

কৃষি

উপজেলায় মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৪২ হাজার ৬শ' ৯৫ একর। অনাবাদী ৭ হাজার ২শ' ২৫ একর। খাস জমির হিসেব নেই। তবে, বেশীর ভাগ জমি জোতদারদের দখলে। এ নিয়ে ভূমিহীনদের বিরোধ এখানে নিত্যদিনের। এ উপজেলায় খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ বছরে ৬ হাজার টন।

উপজেলায় গভীর নলকূপ ২৫০টি, পাওয়ার পাম্প ৩২টি, হস্তচালিত নলকূপ ১২শ' ৫০টি। এর মধ্যে অধিকাংশ নলকূপই খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। এক সময় উপজেলা সদরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত ভৈরবের পলিমাটিতে ধান, পাট, গম, তুলা, আখ প্রভৃতি ফসল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। ভৈরব মজে যাবার ফলে জমির উর্বরতা কমে গেছে।

যোগাযোগ

অতীতে এখানে নৌ-পথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো। জীবন নগর (সে সময়কার নাম দৌলতগঞ্জ) এক সময় বিখ্যাত নদী বন্দর ছিল। নদী ভরাট হয়ে যাবার ফলে নৌ-পথে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেছে। উপজেলা সদরের সাথে সড়ক পথে জেলাসদর (চুয়াডাঙ্গা) ও অন্যান্য স্থানের সংযোগ আছে।

উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের রাস্তাঘাট সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। সাবেক কালের গরু ও ঘোড়ার গাড়ীই গ্রাম এলাকার একমাত্র বাহন। বর্ষায় গ্রাম ও ইউনিয়নের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উপজেলার মোট রাস্তা ৬৭ মাইল। এর মধ্যে ১৩ মাইল পাকা, ১৪ মাইল হেরিংবণ্ড ও বাকী ৪০ মাইল কাঁচা। অধিকাংশ পাকা ও অর্ধ-পাকা রাস্তার ইট-সুরকী উঠে রাস্তা নষ্ট হয়ে গেছে। উপজেলা বাসস্ট্যাণ্ডে কোন যাত্রী ছাউনি নেই।

শিক্ষা

উপজেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩৭টি, বেসরকারী ১৩টি, মাদ্রাসা ৩টি, উচ্চ বিদ্যালয় ৮টি, জুনিয়র ২টি এবং ১টি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ রয়েছে। কলেজসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় শিক্ষক, আসবাবপত্র খেলাধুলার সরঞ্জাম, বইপুস্তক ও বিজ্ঞানাগারে যন্ত্রপাতির তীব্র অভাব দীর্ঘদিনের। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো অর্থাভাবে বন্ধ হতে চলেছে। এলাকায় শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও কম নয়।

স্বাস্থ্য

উপজেলা সদরে ১টি হাসপাতাল ও ৩টি পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক রয়েছে। হাসপাতালে এ্যাম্বুলেন্স, ব্লাড-ব্যাংক এক্সরে মেশিন নেই। ফলে, উপজেলার জনসাধারণ সুচিকিৎসা হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

হাট-বাজার

প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়নের অভাবে এখানকার হাট-বাজারগুলোর অবস্থা শোচনীয়। মোট ৯টি হাট আছে এ উপজেলায়। এসব হাট-বাজারে ইজারাদারদের দৌরাত্ম্য সীমাহীন। স্থানাভাবে রাস্তার উপর হাট-বাজার বসে। পানি ও শৌচাগারের অভাবে এসব হাট-বাজারের জনসাধারণ দুর্ভোগ পোহায়।